সুশাসন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উত্তরণ ও তাজউদ্দীন আহমদ

১। ভূমিকা

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। যুদ্ধকালীন সময়ে শেখ মুজিব কে বন্দী করা হলে তাজউদ্দীন আহমদ এগিয়ে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। সত্তর দশকের দ্বিমেরু বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল দুই পরাশক্তির cÖwZØwÜZvi ফল। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল একটি কৌশলি পদক্ষেপ, যার মূল ব্যক্তিই ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে প্রশংসা ব্যতীত অন্য কোন কথা শোনা যায় না। বঙ্গবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে থেকে যাওয়া এই মানুষটিই চিরকাল জাতির সবচেয়ে সংকটের সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রচারবিমুখ থেকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সুশাসন ও রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাই এই লেখাতে

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সুশাসনে এবং রাজনৈতিক উত্তরণে তাঁর অবদানের কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

২। তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক দীক্ষা

তৎকালীন গ্রামবাংলার রক্ষণশীল মুসলীম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি স্বচেষ্টায় নিজেকে গড়ে তোলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। তার মধ্যে অদ্ভূত রকমের জনকল্যাণমূলক চেতনা এবং চমৎকার সাংগঠনিক মেধার সমন্বয় ঘটে। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখ গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার থানার দরদরিয়া গ্রামে তাজউদ্দীন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনের প্রথমেই তিনি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ তম স্থান অধিকার করে মেট্রিক পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৯৪৮ সালে এইচ এস সি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান দখল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে সম্মান ডিগ্রী লাভ করেন।[i] থানা সদরে অবস্থিত স্কুলে অধ্যয়ণকালে তাঁর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এসময় তিনজন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী রাজবন্দী কাপাসিয়া থানার হেফাযতে ছিলেন। ঘটনাচক্রে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় চতুর্থ

[i] available at http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/A_0121.HTM accessed on 10 June, 2012

শ্রেণীর ছাত্র তাজউদ্দীন আহমদের। এরপর তাদের সহযোগিতায় ও তত্ত্বাবধানে অতি অল্প বয়সে অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি ও মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তক অধ্যয়ণের সুযোগ লাভ করেন। যার ফলে পরবর্তীকালের 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট' তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সোপান রচিত হয়।[ii]

রাজনৈতিক জীবনকালে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কৌশলগত কারণে তিনি মুসলিম লীগের ব্যানারে থেকেও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও নিবেদিত প্রাণ সংগঠক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এসময় ছাত্রসমাজের 'শিক্ষা বর্জন আন্দোলন' এ তাজউদ্দীন আহমদ জড়িত ছিলেন।[iii]

প্রগতিশীল আদর্শে শিক্ষিত হওয়া m‡Ë¡। মুসলিম লীগের মত একটি পশ্চাদপদ ভাবাদর্শ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তাঁর যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল- মুসলীম লীগকে আহসান মঞ্জিল থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।[iv]

[ii] জয়বাংলা, মুজিবনগরঃ৪র্থ সংখ্যা, ২জুন, ১৯৭১।

[iii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর (অংকুর প্রকাশনী, ২০০৮) পৃষ্ঠা ১৩।

[iv] জয়বাংলা, মুজিবনগরঃ৪র্থ সংখ্যা, ২জুন, ১৯৭১।

৩। তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক দর্শন

তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক দর্শনের মূলে স্থান পায় সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক, এবং শোষণহীন উদার একটি সমাজ-ব্যবস্থা- সর্বোপরি একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করা। তাজউদ্দীন আহমদের তরুণ বয়সেই এই ধারণা জন্মে যে, কৃষিপ্রধাণ এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তদুপরি সামষ্টিক মুক্তি অর্জন করতে হলে কৃষক সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া কোন বিকল্প নাই। তাঁর লেখা ডায়েরি ও সম-সাময়িক কালের বিভিন্ন তথ্য থেকে তাঁর এই রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থন মেলে।[v] পাকিস্তানের সূচনাকালে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিতে যে ‡iwWK¨vj ধারা প্রবেশ করে তার পথিকৃতদের অন্যতম ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।[vi] তিনি কখনোই ‘Marxist’ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন নি, কিন্তু সামন্তবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

[v] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ১৬

[vi] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ২৮।

ছিল তাঁর।[vii] সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে তাজউদ্দীন ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী, এবং সহকর্মীদের নিকট ছিলেন একজন শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত।

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন সর্বদা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ১৯৪৬, ১৯৫০ এবং ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একজন অসম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অসহায় ও বিপদাপন্ন সম্প্রদায় কে বাঁচানোর জন্য তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেই তিনি প্রথমে মুসলীম ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলীম লীগ এ যোগদান করেননি। তাই একটি অসম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যখন আওয়ামী মুসলীম লীগ অসম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হওয়ার প্রয়াস দেখায় তারপরেই কেবল তিনি এতে যোগদান করেন।

তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রেও ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় এবং সিদ্ধান্তে অটল। সেকারণে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যালে পর্যন্ত যাওয়ার কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে অভিযুক্ত ১৯৫জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার যখন ব্যহত হয়। তিনি তখন দালাল আইনে অভিযুক্তদের ছেড়ে

[vii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ২৯।

দেয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানান। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের কোন দেশেই ক্ষমা হয় না। তিনি বিচার করে প্রয়োজনে দন্ড মওকুফ করার কথা বলেন। এটা করা হলে, ইতিহাসে অন্তত লেখা থাকবে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে। wKš‘ তার এই মত উপেক্ষিত হয়।[viii]

তিনি অল্প বয়স থেকেই নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখতেন। ডায়েরির লিপিবদ্ধ বিষয়ে বলা যায় যে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে উন্নত ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনার মানুষ যা সমকালীন কোন নেতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। কৃষিনির্ভর বাংলার অর্থনীতির সাথে আবহওয়ার সম্পর্ক, বাজার দর ওঠা-নামা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে অনেক লেখার সন্ধান মিলে তাঁর ডায়েরিতে। কৃষি উrপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য কৃষক পায় না, এর সুফল ভোগ করে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ। এই চেতনা তার রাজনৈতিক দর্শনকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।[ix]

[viii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৪৭

[ix] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫

উন্নয়ন ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত।[x] তবে তাঁর মূল ঝোঁক ছিল উচ্চমাত্রার গণতন্ত্রের প্রতি। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র আনা যায় বরং জোর করে চাপিয়ে দিলে সমাজতন্ত্র কখনো ভালো ফল বয়ে আনবে না।

৪। রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদ

আওয়ামী লীগের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে প্রায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একজন নীতিনির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানি শাসনামলে অধিকাংশ সময় কারাভোগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে বন্দী, তাজউদ্দীনই তখন দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নেন এবং বাংলাদেশকে পৌঁছে দেন বিজয়ের বন্দরে। তাজউদ্দীন অসাধ্য সাধন করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করেছে, সীমান্ত এলাকায় নিরন্তর ছোটাছুটিতে একত্রিত করেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের, গঠন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার।[xi]

[x] মোঃ হারুন অর রশিদ, "রাজনৈতিক কূটনৈতিক তাজউদ্দিন", মাহবুবুল করিম বাচ্চু(সম্পাঃ), তাজউদ্দিন আহমদ স্মৃতি এলবাম (ঢাকাঃ তাজউদ্দিন স্মৃতি পরিষদ, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৬০।

[xi] সুহান রিজওয়ান, একাত্তরের সেনাপতি , সচলায়তন ব্লগ, ৩রা নভেম্বর ২০১১।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাজউদ্দীনের পাড়ি দেওয়া এই দীর্ঘ নয় মাসের এ কঠিন সময়ের কথা কেউ কোনদিন জানতে চায়নি, এমনকি বঙ্গবন্ধুও নয়। বঙ্গবন্ধু যেসব স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবে রূপদান করার দায়িত্ব পড়তো তাজউদ্দীন আহমেদের উপর। আর তাজউদ্দীন আহমদ তা পালন করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।[xii] সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন অন্যতম পথিকৃত। তারপর তিনি ১৯৫৩ সালে যুক্ত হন মূলধারার রাজনীতিতে। যুক্তফ্রন্ট গঠন, ৫৪-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনের পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন; যেমন সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, আওয়ামী লীগের পুনঃজীবন, ৬ দফা প্রনয়ণ, ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক ও প্রায় নীতিনির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন।[xiii]

মুক্তিযুদ্ধেও তাজউদ্দীন আহমদেরই নির্দেশে এম এ জি ওসমানী দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।[xiv] ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ করার স্থান বৈদ্যনাথ তলা ইতিহাস খ্যাতি

[xii] তানভীর মোকাম্মেল, তাজউদ্দিন আহমেদ : নি:সঙ্গ সারথি, (২০০৭) –ভিডিও চিত্র।

[xiii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ২৪২।

[xiv] সুকান্ত পার্থিব, চাঁদের আলোয় ঢাকা সূর্যালোক তাজউদ্দীন আহমদ, available at http://blog.bdnews24.com/Sukanta/28030 accessed on 10 June, 2012

লাভ করে, তাজউদ্দীন আহমদই গ্রামটির নামকরণ করেন মুজিবনগর। প্রথমেই সবাই সংকল্প করেছিলেন যে যত দিন দেশ শত্রুমুক্ত না হবে, তারা কেউ পরিবারের সঙ্গে থাকবেন না এবং তাজউদ্দীন আহমদ সেই সংকল্প কঠোরভাবে মেনে চলেছিলেন। যুদ্ধের নয় মাস তিনি কখনো তাঁর পরিবারের কাছে যাননি। অফিসের পাশে একটা ঘরে তিনি ঘুমাতেন। দাপ্তরিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিদেশি সাংবাদিক, কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন।[xv] বর্তমান ছাত্রলীগেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে ২২ ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং কাধে তুলে নেন সদ্য ভূমিষ্ঠ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে (১৯৭২) তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমে অর্থ এবং পরে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে

[xv] মুহম্মদ জাফর ইকবাল, তাজউদ্দীন আহমদের হাতঘড়ি, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩শে জুলাই ২০০৯।

তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই দলের গঠনতন্ত্র, প্রচারপত্র, বিবৃতি, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, দলিল, ম্যানিফেষ্টো ইত্যাদি লেখার কাজটি সব সময় তাজউদ্দীন করতেন।[xvi]

তাজউদ্দীন আহমদের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার পিছনে ছিল কায়েমি স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। তার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি কোন অবস্থাতেই এই অবস্থান থেকে সরে আসেননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরয়ণের নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তাজউদ্দীন। যেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের প্রচারণায় তাজউদ্দীন আহমদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং বিপুল বিজয় কে সম্ভব করে তোলেন, তেমনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে তিনি গড়ে তোলেন নিয়মিত ধরণের সুসমন্বিত একটি সরকার।

৫। সুশাসনে তাজউদ্দীন আহমদ

কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন, জনকল্যাণমূলক কাজে শাসন ব্যবস্থাকে নিয়োজিত করা। পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তান অর্জনে

[xvi] জি.এম. তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০০৯ইং।

পূর্ব-বাংলার মানুষের স্বাধীনতা আসেনি।[xvii] এবং পাকিস্তান কাঠামোতে এদেশের মানুষের আর্থিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই নব আত্মপ্রকাশকারী-বাংলাদেশের জন্য নতুন সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের সমস্যা ও সমাধানের বিষয় অনুভব করেন। দূরদর্শী সেই উপলব্ধি থেকেই ড. মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন।[xviii]

শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে মুজিবের একজন যোগ্য, সফল, গর্বিত সহকর্মীর পরিচয় দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যাক্তি অর্থনীতিতে এক ধরণের প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। তবে তিনি কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পিছপা হননি অথবা জরুরি করণীয় বিষয়ে কখনো কাউকে ছাড় দেননি; এমনকি বঙ্গবন্ধুকে ও নয়। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে, বাজেট প্রণয়নের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তথ্য সচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরিকে টিভি স্টেশন সম্প্রসারণের জন্য টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে কথা বলার জন্য অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নিকট পাঠান। ইতোমধ্যে, বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি

[xvii] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ২৯ মার্চ, ১৯৪৮।

[xviii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫২।

সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলেন, এত গরীব একটি দেশে টিভি সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ করার মত টাকা সরকারের নেই।[xix] সুশাসনে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যোগ্যতার মূল্যায়ণই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়, সেখানে কখনো ব্যাক্তিগত আবেগের স্থান পায়নি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি। তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা, উন্নয়ন ভাবনা, দেশপ্রেম, নীতির প্রতি অবিচলতা সর্বোপরি মানবীয় গুণাবলি নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে। যেকোন সংকটের পরিস্থিতে তিনি দক্ষভাবে মোকাবেলা করতেন। তিনি যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, বাংলাদেশে তখন ভারত-বিরোধী সেন্টিমেন্ট ছিল তুঙ্গে। 'গণকন্ঠ' নামক একটি পত্রিকায় একই নাম্বারের দুটো টাকার নোট ছাপানো হয়, এবং কথা উঠে যে ভারত বাংলাদেশে জাল মুদ্রা ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কালোবাজারে সেসব টাকার মাধ্যমে জিনিসপত্র ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাজউদ্দীন এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান, তিনি ভারতে ছাপানো সকল মুদ্রা ব্যাংক এ জমা দিয়ে পরিবর্তে টাকা নেয়ার জন্য দুই মাস সময় দেন। তখন এও বলেন যে, এধরণের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে, তার চেয়ে যদি বেশি টাকা জমা পড়ে তাহলে তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিবেন। কিন্তু সবশেষে হিসেব করে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত মোট নোট থেকে ৫৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮শত ৪০ টাকা কম জমা

[xix] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৫৬।

পড়েছে।[xx] তিনি 'গণকন্ঠ' পত্রিকা নিকট কথিত দুটি নোট চেয়ে পাঠালে, তারা তা দেখাতে বা জমা দিতে ব্যর্থ হয়। মূলত, এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী ভারত এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।[xxi]

তিনি জানতেন বৈদেশিক সাহায্যের সাথে নানাবিধ শর্ত যোগ হয়ে আসে , যা প্রায়ই সাহায্য গ্রহণকারী দেশের নতজানু হয়ে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া ব্যহত করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার বিষয়টি তাঁর মনে যে আঘাত তৈরী করেছিল, তাই বিজয় লাভের পর বলেন, প্রয়োজনে দারিদ্র ভাগাভাগি করে নিবেন কিন্তু আমেরিকার কোন সাহায্য গ্রহণ করবেন না। সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন কোন সাহায্য বাংলাদেশের জনগণের কাম্য নয়।[xxii] তাঁর এই মনোভাব আবেগ থেকে যত না তার চেয়ে রাজনীতিতে তাঁর বাস্তববোধ ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশকে পুনঃগঠনের জন্য

[xx] দৈনিক পূর্বদেশ, ৩ জুন, ১৯৭৩।

[xxi] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৭১

[xxii] দৈনিক পূর্বদেশ, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১।

এরং সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)প্রণয়ন করেন।[xxiii]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি অতীতের আলোকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনে বিধি-নিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার উচ্চারণ করেন। এই কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ১৯৭২ সালের সংবিধাণে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ হয়।[xxiv]

৬। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাজউদ্দীন আহমদ

প্রকৃতিনির্ভর কৃষিব্যবস্থা এবং পশ্চাদপদ আবহমান বাংলার জনজীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তিনি যথার্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি কৃষক সমাজের উন্নয়নের জন্য ও দূর্ভিক্ষে খাদ্য-নিরাপত্তার জন্য খাদ্য-সমিতি গঠন করেন। অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের নিকট থেকে ফসলের মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সংকটকালে তা বিতরণের ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেন। সাধারণভাবে এটি 'ধর্মগোলা' নামে পরিচত হয়।[xxv] তাঁর এই পদক্ষেপ সমবায়ের ধারণা প্রতিনিধিত্ব করে, যা কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

[xxiii] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৩১।

[xxiv] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৪২।

[xxv] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৪০।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার এবং আপোসহীন ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। উদাহরণস্বরুপ, গাজীপুরে গজারি বনে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানার গাছ কাটতে হলেও এলাকার বন বিভাগের 'বৈধকরণ সীল' গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এক্ষেত্রে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঘুষ গ্রহণ করত। তখন তাজউদ্দিন আহমদ এগিয়ে আসেন এবং এর বিরুদ্ধে গনসচেতনতা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন বিভাগের অসাধু কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাকে জীবনের প্রথম হাজতবাস করতে হয়।[xxvi] এ থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কোন আন্দোলন সম্ভব না, এতে উপযুক্ত অংশগ্রহণের এবং সচেতনতার অভাবে আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অর্থাr আন্দোলন দলগতভাবে করতে হবে। তিনি অনুধাবন করেন যে, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের উন্নতি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি প্রচলিত ধারণার বাইরে এসে ইংরেজিসহ আধুনিক শিক্ষা

[xxvi] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ১৯, নভেম্বর, ১৯৫০।

গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একই সাথে সমাজের সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন।[xxvii]

৭। উপসংহার

সমাজের একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন আন্তরিক, সr, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবোধের অনুকরনীয় উদাহরণ। মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি যে সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং সমাজ ও জাতির নিকট নিজেকে যেভাবে দায়বদ্ধ করেছিলেন, সেখান থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর সামান্যতম wePz¨wZ ঘটেনি। কিন্তু নিজে ছিলেন প্রচারবিমুখ মানুষ। এ ব্যাপারে তার মধ্যে সর্বদা এক প্রকার উদার অহংবোধ কাজ করত। তাই, সাধারণ মানুষ তার মত একজন মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং কর্মময় জীবনের অনেক বিষয় অবগত নয়। প্রাণের দাবি ছয়দফাকে ফাইলবন্দী করে, একাত্তরের উত্তাল মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতিটি চরণের বাস্তব রুপ দিয়েছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ অত্যন্ত সাংগঠনিক দক্ষতায়, ছোট্ট সেই ডাকোটা বিমানে করে সীমান্ত আকাশের অক্লান্ত বিচরণে তুলে এনেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়কদের আর পুরাণের ভরতের মতই শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনে হাসতে হাসতে তুলে দিয়েছিলেন সিংহাসন।

[xxvii] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ১জুন, ১৯৫০।

প্রকৃতপক্ষে, তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ইতিহাসের বিয়োগান্ত গল্পের নায়ক। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবর রহমান যে কয়েকজন কতিপয় মন্ত্রীকে অব্যহতি দেন তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। তখনকার অভ্যন্তরীণ ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার চাপের মুখেই এ নেতা কে পদচুত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি অনেক বিষয়েই সরকারের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতেন না। এমতাবস্থায় তিনি পদত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং শেখ মুজিবের আহবানের অপেক্ষায় থাকেন। এ ক্ষেত্রেও তার হৃদয়ের দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতার, দেশাত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা নিজে পদত্যাগ করলে সরকারের দূর্বলতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বাঙালি জাতি চিরকাল তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করবে তাঁর চিন্তা – চেতনা, আদর্শ কিংবা কাজের মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের এই বিয়োগান্ত মহানায়ক ইতিহাসের পাতায় অনুজ্জল থাকলেও উজ্জল হয়ে থাকবেন বাঙালি হৃদয়ের গভীরে।

সহায়ক রচনাপঞ্জি

১। কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর (অংকুর প্রকাশনী, ২০০৮)।

২। মুহম্মদ জাফর ইকবাল, তাজউদ্দীন আহমদের হাতঘড়ি, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩শে জুলাই ২০০৯।

৩। সুহান রিজওয়ান, একাত্তরের সেনাপতি, সচলায়তন ব্লগ, ৩রা নভেম্বর ২০১১।

৪। মোঃ হারুন অর রশিদ, "রাজনৈতিক কূটনৈতিক তাজউদ্দিন", মাহবুবুল করিম বাচ্চু (সম্পাঃ), তাজউদ্দিন আহমদ স্মৃতি এলবাম (ঢাকাঃ তাজউদ্দিন স্মৃতি পরিষদ, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৬০।

৫। http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/A_0121.HTM

৬। সুকান্ত পার্থিব, চাঁদের আলোয় ঢাকা সূর্যালোক তাজউদ্দীন আহমদ, available at http://blog.bdnews24.com/Sukanta/28030

৬। জয়বাংলা,মুজিবনগরঃ৪র্থ সংখ্যা, ২জুন, ১৯৭১।

৭। জি.এম. তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০০৯ইং।

৮। তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত তথ্যচিত্র- 'তাজউদ্দীন আহমদঃ নিঃসঙ্গ সারথী'(২০০৭)।

৯। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন: দূরত্বের অনতিক্রম্য নৈকট্যে - শুভ কিবরিয়া, সাপ্তাহিক, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩৬।

১০। কতটুকু দুঃখ পেলে দুঃখগুলো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে? - সিমিন হোসেন রিমি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০১১।

১১। তাজউদ্দীন আহমদ: তাঁর সমাজচিন্তা - সিমিন হোসেন রিমি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯।

১২। আনিসুজ্জামান, এক বিরল মানুষের কথা।

১৩। মূলধারা ' ৭১- মইদুল হাসান

১৪। আত্মকথা ১৯৭১- নির্মলেন্দু গুণ

১৫। তাজউদ্দীন আহমদ: যুদ্ধদিনের কাণ্ডারী - সিমিন হোসেন রিমি দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯

১৬। জেল হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক নিহিতার্থ - সৈয়দ আবুল মকসুদ,দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯।

১৭। জনগণের তাজউদ্দীন আহমদ - শুভ কিবরিয়া,দৈনিক সমকাল, ২৩শে জুলাই ২০১০।

১৮। আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ - সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস প্রকাশনী।

১৯। তাজউদ্দীন আহমদের জয়-পরাজয় - যতীন সরকার, তাজউদ্দীন আহমদ স্মৃতি সংসদ।

২০। তাজউদ্দীন আহমদ - আলোকের অনন্তধারা (প্রথম খন্ড), গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস প্রকাশনী।

২১। তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রী।

২২। সংগঠন ও বাঙ্গালী - আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মাওলা ব্রাদার্স।

২৩। তাজউদ্দীন আহমদ ও জনগণের রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা - সোহরাব হাসান, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩শে জুলাই ২০১০।

২৪।কামরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।